গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপ-মহা ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য)
ফেরি সার্ভিস ইউনিট, আরিচা
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮ - ৩০ জুন, ২০১৯

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা			০১
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র			০২
সেকশন ১	ঃ	রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives), কার্যাবলি (Functions)	০৩
সেকশন ২	ঃ	কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	০৪-০৬
		মূল চুক্তিপত্র	০৭
সংযোজনী ১	ঃ	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	০৮
সংযোজনী ২	ঃ	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	০৯
সংযোজনী ৩	ঃ	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়সমূহের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১০

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপ-মহা ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), ফেরি সার্ভিস ইউনিট, আরিচা
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন

এর মধ্যে **২০১৮ সালের জুন মাসের ২৪** তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন ঃ

ফেরি সার্ভিস ইউনিট, আরিচা এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Ferry Service Unit, Aricha)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

❖ **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর- ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮) প্রধান অর্জনসমূহ**

বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত আরিচা তথা পাটুরিয়া ফেরি সেক্টরটি দেশের একটি বৃহত্তম ও ব্যস্ততম ফেরি সেক্টর। বিআইডব্লিউটিসি আরিচা ফেরি সেক্টরের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা এবং বাংলাদেশের প্রধানতম নদী পদ্মা ও যমুনা নদীর মিলনস্থলে বাংলাদেশের ২টি প্রান্তকে ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে সেতুবন্ধন হিসেবে একত্রিত করেছে। বিগত ৩ বছরে অর্থাৎ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এ ফেরি সেক্টরে পারাপারকৃত যানবাহনের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪.০৮ লক্ষ, ১৫.৪৮ লক্ষ ও ১৫.৮৩ লক্ষ।

বিগত ৩ বছরে ফেরি সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফেরি সংযোজন করার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কলেবর বৃদ্ধির সাথে ফেরি ঘাটে ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপারের চাপ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে এবং সংস্থার রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২টি মিনি ইউটিলিটি ফেরি (স্বর্ণচাঁপা ও সন্ধ্যামালতী) নির্মাণ শেষে জুন, ২০১৮ হতে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। নতুন ওয়েব্রীজ স্কেল সংগ্রহকরতঃ পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া উভয় ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ফেরিতে ওভার লোডেড ট্রাকের পারাপার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ফেরি, পন্টুন ও সড়কের স্থায়িত্ব রক্ষা পেয়েছে এবং একই সাথে সংস্থার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাট কাউন্টারে সি সি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে কাউন্টারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পাটুরিয়া ফেরি সেক্টরের ঘাট সংলগ্ন এলাকায় ও এপ্রোচ রোডে বিকল যানবাহন দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে উভয় প্রান্তে ২টি রেকার সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প "রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের লক্ষ্যে পাটুরিয়া-কাজিরহাট রুটে ২টি ফেরি নিয়োজিত করা হয়েছে।

❖ **সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

ফেরি রুটের নাব্যতা সংকট এ সেক্টরের প্রধানতম সমস্যা। পুরাতন ফেরিগুলোর যথাযথ ও সময়ানুগ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা, নদীর গতিধারা পরিবর্তনের ফলে ফেরিঘাটের ভাঙ্গন, নদী তীরবর্তী এলাকা ভাঙনের ফলে অব্যাহতভাবে ফেরি ঘাট স্থানান্তর, রেকার ও ওয়েব্রীজ স্কেল পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাব ও নৌ-যান মেরামতে নিয়োজিত জনবলের অপর্যাপ্ততা এ খাতের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

❖ **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

ফেরি সেক্টরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২টি কে-টাইপ ফেরি নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়াও ইমপ্রুভড্ কে-টাইপ ফেরি, ইমপ্রুভড্ ইউটিলিটি ফেরি, কনভেনশনাল কে-টাইপ ফেরি ও কনভেনশনাল পন্টুন নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসি'র ১১টি রো রো ফেরি প্রপেলার সিস্টেম CPP হতে FPP সিস্টেমে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পুরাতন ফেরি ও পন্টুনগুলোর পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা রয়েছে। নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ফেরি সেবা প্রদান এবং জনগনের নিকট সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ও কাজিরহাট ফেরি ঘাটে যানবাহন পারাপারে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❖ **২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ**

- পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ও কাজিরহাট ফেরি ঘাটে যানবাহন পারাপারে অটোমেশন পদ্ধতি চালুকরণ।
- সম্ভাব্য ১৬.৩৫ লক্ষ যানবাহন পারাপার।
- সম্ভাব্য ১৯২.৯৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় অর্জন।
- রো রো ফেরি 'বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান' এর রি-ইঞ্জিনিং ও আংশিক পুনর্বাসনের কাজ সম্পাদন।

সেকশন ১:

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)

১.১ রূপকল্প (Vision):

অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং যানবাহন পারাপার।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

নৌ-পথে যাত্রীবাহী জাহাজ ও পণ্যবাহী জলযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড ও দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে নিরাপদ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন এবং নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষায় দক্ষ ফেরি সার্ভিস পরিচালনা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. সেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি।
২. যানবাহন পারাপারে দক্ষতা অর্জন।
৩. অবকাঠামো উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

- আরিচা ফেরি সেক্টরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ।
- আরিচা সেক্টরের নৌ-যানসমূহের ব্লক তৈরী।
- ফেরি চলাচলের জন্য বরাদ্দ ছক তৈরী।
- অফিস ও ঘাট কার্যাবলি পরিচালনা।
- স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।
- ভিআইপি, ভিভিআইপি পারাপার নিশ্চিতকরণ।
- ফেরি সার্ভিস পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি সম্পাদন।